مُخْتَصَرُ لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ গ্রন্থের অনুবাদ

সময়কে কাজে লাগান

ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি رحمه الله

সংক্ষেপণ :

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান মুহান্না

অনুবাদ :

মাওলানা আসাদ আফরোজ

মামুন বিন ইসমাঈল

মাকতাবাতুল বায়ান

সময়কে কাজে লাগান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২

প্রথম সংস্করণ:
জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৫৬০ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০

maktabatulbayan
www.maktabatulbayan.com

অনুবাদকের কথা

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। প্রতিটি নেককাজ কেবল তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথিসঙ্গীদের ওপর।

প্রিয় পাঠক, আপনি এখন যে বইটি অধ্যয়ন করছেন তা হলো : مُخْتَصَرُ لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ فِيْمَا لِمَوَاسِمِ الْعَامِ مِنَ الْوَظَائِفِ গ্রন্থের অনুবাদ। মূলগ্রন্থ *'লাতায়িফুল মাআরিফ'*-এর রচয়িতা অষ্টম শতাব্দির বিখ্যাত আলিম ও হাদীস বিশারদ ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ)। মহান এই ইমামের নাম শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৭৩৬ হিজরিতে বাগদাদে।

'লাতায়িফুল মাআরিফ' গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ ও পরিমার্জিত করেছেন আরবের বিখ্যাত আলিম ও লেখক শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুহান্না। হাফিজাহুল্লাহ।

বহুদিনের প্রচেষ্টায় আমরা মহামূল্যবান এই বিখ্যাত গ্রন্থটির অনুবাদ নিয়ে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। কাজটি নির্ভুল করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। সহজ ও সাবলীল করার জন্য বেশ পরিশ্রম করেছি। শেষের দিকে কিছু কবিতা বাদ দিয়েছি, যা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিতাবটির শুরু থেকে শাওয়াল মাসের আমলের প্রথম

মাজলিস পর্যন্ত আমি অনুবাদ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন মুহতারাম মাওলানা মামুন বিন ইসমাঈল সাহেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কাজটুকু কবুল করুন।

হে আল্লাহ, আমাদের সকলের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণের ফায়সালা করুন। বইটির মূল লেখক, সংক্ষিপ্তকারীসহ এ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। বইটিকে উম্মাহর জন্য উপকারী বানান, বিশেষ করে আমার আম্মাজানের মাগফিরাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

মাওলানা আসাদ আফরোজ

শাইখ আবদুল আযীয তারীফি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি পরিপূর্ণ প্রশংসা পাওয়ার হকদার। আর অবিরাম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক উম্মি নবির ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাথিসঙ্গীদের ওপর।

পূর্ববর্তী ইমামগণ যা কিছু রচনা করেছেন, তার মধ্যে ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচনাগুলো অত্যন্ত মহান ও মূল্যবান। কারণ তিনি মুতাকাদ্দিমীনের ধারা ও মানহাজের কাছাকাছি ছিলেন, তিনি তাঁর রচনাগুলোকে ভরপুর ইলমি, উপকারী ও তাহকীক-সংবলিত আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। আর তিনি ইমামত, বিস্তৃত ইলম এবং সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও বুঝশক্তির অধিকারী বলে পূর্ব-পশ্চিম প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তার মহামূল্যবান গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'লাতায়িফুল মাআরিফ'; যেখানে একজন মুসলিম দিনে, রাতে, মাসে, বছরে অর্থাৎ তার পুরা জীবনে যেসব বিধিবিধান, আদব-আখলাক ও আচার-ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হয়, তিনি সেগুলোকে মলাটাবদ্ধ করেছেন। যা ইবাদাতকারী ব্যক্তির জন্য পাথেয় জোগাবে, তাকে পরিচয় করিয়ে দেবে আল্লাহ তাআলা তার ওপর কী কী আবশ্যক করেছেন, তার জন্য কী কী বিধান প্রণয়ন করেছেন, যার ফলে সে নিশ্চিন্তমনে দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করে যেতে পারবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান মুহান্না এই কিতাবটিকে বেশ পারদর্শিতায় পরিমার্জিত

ও সংক্ষিপ্ত করেছেন। তবে তা মূল রচয়িতার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে না, বরং এটি পাঠককে কোনো দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াই খুব সহজে মূল বিষয়বস্তু আত্মস্থ করতে সহযোগিতা করবে। এই কাজটি বেশ প্রশংসার দাবি রাখে, বিশেষ করে এই সময়ে যখন কিতাবাদির প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গিয়েছে, মানুষ অধ্যয়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি অন্যমনস্কতা ও উদাসীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বড়ো কলেবরের বিশাল বিশাল গ্রন্থসমূহ পাঠ করা তো অনেক দূরের কথা।

শাইখ মুহাম্মাদ মুহান্নার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এটি। আশা করছি আল্লাহ তাআলার নিকট যেন এটি গ্রহণীয় হয় এবং এর কারণে তিনি বিনিময়প্রাপ্ত হন।

আল্লাহ তাআলা এই সংক্ষিপ্ত নুসখাটিকেও মূল গ্রন্থের ন্যায় উপকারী বানান, মূল লেখক, সংক্ষিপ্তকারী এবং এর প্রতিটি পাঠকের জন্য একে আখিরাতের মূল্যবান পাথেয় ও সম্বল হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

অবিরাম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর।

আবদুল আযীয তারীফি
১২/৩/১৪৩৭ হিজরি

মুহাররম মাসের আমল

মুহাররম মাসের আমলের আলোচনা কয়েকটি মাজলিসে বিভক্ত—

প্রথম মাজলিস : শাহরুল্লাহ অর্থাৎ মুহাররম মাস ও এর প্রথম দশ রাত্রির ফযীলত

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

> "রমাদানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ)।"[৩০]

এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা দুইটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

এক : সিয়ামের মাধ্যমে নফল আমল এবং

দুই : কিয়াম (তাহাজ্জুদ)-এর মাধ্যমে নফল আমল।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সিয়াম পালনের মাধ্যমে নফল আমল করার ফযীলত

উপরিউক্ত হাদীসটি এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল যে, রমাদানের পরে যে সমস্ত সিয়াম

[৩০] মুসলিম, ১১৬৩।

দ্বারা নফল ইবাদাত করা হয়, তার মধ্যে সর্বোত্তম নফল সিয়াম হলো মুহাররম মাসের সিয়াম।

এর এই ব্যাখ্যাও করা হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : রমদানের পর এটি সর্বোত্তম মাস, যার পুরোটা জুড়ে সাওম পালন করা হয়। তবে কিছু মাসের কিছু সাওম এর ব্যতিক্রম, সেগুলো এর চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। যেমন : আরাফার দিনের সাওম, যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের সাওম, শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওম ইত্যাদি।

আবার ব্যাপকভাবে নফল সাওমের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো হারাম মাসসমূহের সাওম। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে হারাম চারটি মাসে সাওম পালনের আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা উপযুক্ত স্থানে এর আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ।

হারাম মাসসমূহের মধ্যে উত্তম মাস কোনটি?

এই মাসআলা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-সহ আরও অনেকেই বলেছেন, 'সর্বোত্তম মাস হলো আল্লাহর মাস অর্থাৎ মুহাররম মাস। পরবর্তীদের মধ্য থেকে একটি দল এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ওয়াহ্‌ব ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন কুররাহ ইবনু খালিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেছেন হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বছরের সূচনা করেছেন সম্মানিত (হারাম) মাস দ্বারা, আবার শেষও করেছেন সম্মানিত মাস দ্বারা। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট বছরের মধ্যে রমাদানের পরে মুহাররম মাসের চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কোনো মাস নেই। এই মাসটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে شَهْرُ اللهِ (আল্লাহর মাস) বলে।'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও মুহাররম মাসকে 'আল্লাহর মাস' বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এর সমূহ মর্যাদা ও ফযীলত। কারণ সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যা বিশেষ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তাআলা কেবল সেগুলোকেই নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেন। যেমন তিনি মুহাম্মাদ,

ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আলাইহিমুস সালাম)-কে 'তাঁর উবুদিয়্যাত'-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। এমনিভাবে কা'বা এবং সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর উটকে তিনি নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন ('বাইতুল্লাহ' ও 'নাকাতুল্লাহ)।

شَهْرُ الْحَرامِ مُبَارَكٌ مَّيْمُوْنُ *** وَالصَّوْمُ فِيْهِ مُضَاعَفٌ مَّسْنُوْنُ

وَثَوابُ صَابِمِهِ لِوَجْهِ إِلٰهِهِ *** فِي الْخُلْدِ عِنْدَ مَلِيْكِهِ مَخْزُوْنُ

হারাম মাস অনেক বরকতপূর্ণ ও সৌভাগ্যময়,
এতে রোযা রাখা সুন্নাহ, এতে প্রচুর নেকি হয়।
আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রোযাদার তার প্রতিদান,
সংরক্ষিত পাবে আপন মালিকের কাছে অফুরান।

রোযা হলো বান্দা ও তার রবের মধ্যে একটি গোপন বিষয়। এ কারণেই (হাদীসে কুদসিতে এসেছে,) আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِيْ. وَفِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّابِمُوْنَ، فَإِذَا دَخَلُوْا، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ غَيْرُهُمْ

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য। তবে সিয়াম ব্যতীত, এটা কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমিই এর প্রতিদান দেবো। কারণ সে শুধুমাত্র আমার সন্তুষ্টির আশায় তার যৌনচাহিদা, খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকে। জান্নাতে একটি দরজা আছে, যাকে বলা হয় 'রাইয়্যান'। এটি দিয়ে কেবল সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের প্রবেশ করা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে, ফলে সেই দরজা দিয়ে আর কেউ ঢুকতে পারবে না।"[৩১]

'মুসনাদু আহমাদ'-এ এসেছে, আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' জবাবে তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ

[৩১] বুখারি, ১৮৯৬; মুসলিম, ১১৫২।

"নিজের ওপর সাওম অপরিহার্য করে নাও। কারণ এর সমকক্ষ আর কিছুই নেই।"[৩২]

এরপর থেকে আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর পরিবারের লোকজন সাওম পালন করতে শুরু করেন। যদি দিনের বেলায় কখনো তাদের বাড়িতে ধোঁয়া দেখা যেত, তা হলে জানা যেত যে, তাদের ঘরে মেহমান এসেছে।

সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি খুশি রয়েছে : একটি হলো সিয়াম ভাঙার সময়, আরেকটি হলো তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়, যখন সে তার সিয়ামের প্রতিদান পাবে সংরক্ষিত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالصَّابِمِيْنَ وَالصَّابِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

"সিয়াম পালনকারী পুরুষ, সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ ও অধিক যিক্‌রকারী নারী—তাদের সবার জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"অতীতের দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছে, তার বিনিময়স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো।"[৩৪]

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ আরও অনেকেই বলেছেন, 'এটি নাযিল হয়েছে সিয়াম পালনকারীদের ব্যাপারে।'

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য খাবার, পানীয় ও যৌনচাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত

---

[৩২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২১৪৯; নাসাঈ, ২২২৩।

[৩৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫।

[৩৪] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪।

থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এর চেয়েও উত্তম বিনিময় দান করবেন, এমন খাবার ও পানীয় যা কখনো ফুরোবে না এবং এমন সব স্ত্রী, যারা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।

যেহেতু সিয়াম বান্দা ও রবের মধ্যে একটি গোপন বিষয়, তাই মুখলিস বান্দারা খুব সতর্কতার সাথে তা গোপন রাখার চেষ্টা করেন, যাতে কেউ টের না পায়।

মনীষীদের কেউ একজন বলেছেন, 'আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَدْهُنْ لِحْيَتَهُ وَيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ مِنْ دُهْنِهِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فَيَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ

> 'তোমাদের কেউ যখন সিয়াম পালন করবে, তখন সে যেন তার দাড়িতে তেল লাগায় এবং দুই ঠোঁটেও সামান্য তেল ছোঁয়ায়, যাতে যে তাকে দেখবে, সে যেন ধারণা করে যে, এই ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী নয়।'[৩৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ সিয়াম পালন করলে সে যেন চুলে চিরুনি করে এবং তেল লাগায়। ডান হাতে সদাকা করলে বাম হাত থেকেও যেন গোপন রাখে। আর নফল সালাত আদায় করলে যেন বাড়ির ভেতরে নির্জন কক্ষে তা আদায় করে।'

আবুত তাইয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি আমার পিতা এবং এলাকার অনেক শাইখদের পেয়েছি, যখন তাদের কেউ সিয়াম পালন করতেন, তেল ব্যবহার করতেন এবং নিজের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরতেন।'

সালাফদের মধ্যে একজন চল্লিশ বছর যাবৎ সাওম রেখেছেন, কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি। তার একটি দোকান ছিল, প্রতিদিন তিনি বাড়ি থেকে দুটি রুটি নিয়ে দোকানে আসতেন; আর আসার পথে তা সদাকা করে দিতেন। ফলে তার পরিবারের লোকজন জানত, তিনি দোকানে গিয়ে রুটি খেয়ে নেন, অপরদিকে যারা দোকানে থাকত তারা ভাবত, তিনি বাড়ি থেকে আসার সময় খেয়েই আসেন।

---

[৩৫] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৫৫৪৯; আহমাদ, কিতাবুয যুহ্দ, ৩১৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের ফযীলত

পূর্বে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস প্রমাণ করে যে, ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ।

তাহাজ্জুদ কি সুন্নাতে মুআক্কাদার চেয়েও উত্তম? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

তবে দিনের সালাতের চেয়ে রাতের সালাত বেশি উত্তম ও মর্দাযাপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো :

* তাতে গোপনীয়তা বজায় থাকে বেশি এবং তা ইখলাসের বেশ নিকটবর্তী হয়। সালাফগণ তাদের তাহাজ্জুদের সালাতকে লুকিয়ে রাখার এবং প্রকাশ না করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তির নিকট এক মেহমান থাকত। তিনি রাতে জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় করতেন; কিন্তু সেই মেহমান টের পেত না। তিনি দুআয় মশগুল থাকতেন, তবে তার কোনো আওয়াজ শোনা যেত না।'

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (রহিমাহুল্লাহ) মক্কা যাওয়ার পথে তার সাওয়ারিতে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করেন। তিনি তার চালককে বলে রেখেছিলেন জোরে জোরে কথা বলতে, যাতে মানুষজন তাতেই ব্যস্ত থাকে।

কেউ কেউ মধ্যরাতে জাগ্রত হয়ে ইবাদাতে মগ্ন হতেন, যা কেউ জানতে পারত না। তবে সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে গিয়ে জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যাতে বোঝা যায় তিনি মাত্রই জেগে উঠেছেন।

* আরেকটি কারণ হলো : রাতের সালাত নফসের জন্য অনেক কষ্টদায়ক। কেননা রাত হলো দিনের ক্লান্তি থেকে আরাম করা এবং ঘুমানোর সময়। নফসের কাছে মজার ও আনন্দের যে ঘুম, তা পরিত্যাগ করা অনেক বড়ো মুজাহাদার ও অত্যন্ত কষ্টের। সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, 'সর্বোত্তম আমল হলো যাতে নফসকে জোরজবরদস্তি ও বাধ্য করা হয়।'

* আরেকটি কারণ হলো : রাতের সালাতে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করা সহজ হয়। কেননা রাতে সব রকমের ব্যস্ততা থেকে মানুষ মুক্ত থাকে, ফলে অন্তর উপস্থিত ও সতর্ক থাকে। মুখে যা উচ্চারণ করা হয়, খুব

সহজেই অন্তর তাতে একনিষ্ঠ হয় এবং দ্রুতই তা উপলব্ধি করে নেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

"প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার উপযুক্ত সময়।"[৩৬]

এ কারণেই রাতের সালাতে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

* আরেকটি কারণ হলো : রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের সময়টি হলো নফল সালাত আদায় করার অন্যান্য সময়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়। সেসময় বান্দা তার রবের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। এই সময়টি হলো আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা, দুআ কবুল করা এবং প্রার্থনাকারীদের বিভিন্ন প্রয়োজন উপস্থাপনের সময়।

আল্লাহ তাআলা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন, যারা তাঁর যিক্‌র, দুআ, ইসতিগফার ও তাঁর সাথে মুনাজাত করার জন্য জেগে ওঠে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٧

"তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, তারা ভয় ও আশা নিয়ে নিজেদের রবকে ডাকে আর যে রিয্‌ক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আসলে কেউ জানে না তাদের আমলের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে?"[৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝١٧

---

[৩৬] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৬।

[৩৭] সূরা সাজদা, ৩২ : ১৬-১৭।

"এবং তারা রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য দুআ করে থাকে।"[৩৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝١٨

"রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাত। তারা রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করত।"[৩৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝٦٤

"তারা রাত কাটিয়ে দেয় আপন প্রভুর সামনে সাজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে থেকে।"[৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর, না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? বলুন, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে?'"[৪১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝١١٣

"আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[৩৮] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭।
[৩৯] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৭-১৮।
[৪০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৪।
[৪১] সূরা যুমার, ৩৯ : ৯।

তারা রাতে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সামনে সাজদাবনত হয়।"[৪২]

আল্লাহ তাআলা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

"আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটি আপনার জন্য নফল। অচিরেই আপনার রব আপনাকে 'প্রশংসিত স্থানে' প্রতিষ্ঠিত করবেন।"[৪৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

"রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সাজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[৪৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

"হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী, রাতের বেলা সালাতে দাঁড়ান, তবে কিছু সময় ছাড়া; অর্ধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করুন অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নিন।"[৪৫]

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এক ব্যক্তিকে বলেন, 'তুমি কিয়ামুল লাইল কখনো ছাড়বে না। কারণ আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা কখনো ছাড়েননি। যখন অসুস্থ হয়ে যেতেন (অথবা তিনি বলেছেন, অলসতা বোধ করতেন,) তখন বসে বসে পড়তেন।'[৪৬]

আরেকটি রিওয়ায়াতে এসেছে, আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'এক সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তারা বলে, 'আমরা যদি ফরজ

---

[৪২] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১১৩।
[৪৩] সূরা ইসরা, ১৭ : ৭৯।
[৪৪] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২৬।
[৪৫] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ১-৪।
[৪৬] আবূ দাউদ, ১৩০৭; আহমাদ, ২৬১১৪।

আদায় করে ফেলি, তা হলে অধিক আমল না করলেও আমরা কোনো পরোয়া করি না'—আমার জীবনের শপথ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কেবল ফরজ আমলের ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু তারা তো এমন কওম, যারা রাতে-দিনে ভুল করে থাকে। তোমরা তো তোমাদের নবির থেকেই আর তোমাদের নবিও তোমাদের থেকেই। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) ছাড়েননি।'

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর মাধ্যমে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, কিয়ামুল লাইলে বড়ো দুটি ফায়দা রয়েছে :

এক. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ মোতাবিক চলা এবং তাঁর অনুসরণ করা; আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৪৭]

দুই. গুনাহ ও ভুলভ্রান্তির কাফফারা। কারণ আদম সন্তান দিনে-রাতে গুনাহ করে, ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, ফলে সেগুলোর কাফফারা বা দূর করার দিকেও প্রয়োজন পড়ে বেশি। আর কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত হলো গুনাহ মোচন করার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়ো। যেমন মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قِيَامُ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُكَفِّرُ الْخَطِيْئَةَ

"রাতের মধ্যাংশে (সালাতে) বান্দার কিয়াম করা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।"

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

تَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ...

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে,..." (সূরা সাজদা, ৩২ : ১৬)[৪৮]

---

[৪৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১।

[৪৮] আহমাদ, ২২০১৬; তিরমিযি, ২৬১৬।

রমাদান মাসের আমল

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে রমাদান মাস আসার সুসংবাদ দিতেন; যেমন *মুসনাদু আহমাদ* ও *সুনানু নাসাঈ*-এর বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদের সুসংবাদ দিয়ে বলতেন,

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ، فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ

> "রমাদান মাস তোমাদের নিকট চলে এসেছে, মুবারক মাস। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এই মাসের রোযা রাখা ফরজ করেছেন। এই মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে রাখা হয় এবং সমস্ত শয়তানকে বন্দি করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তিকে এই মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, সে সত্যিই বঞ্চিত।"[১]

কিছু আলিম বলেছেন, 'এই হাদীসটি হলো রমাদান মাস সম্পর্কে একে অপরকে অভিনন্দন জানানোর ভিত্তি। আর কীভাবেই-বা মুমিনকে জান্নাতের দরজা খোলার ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হবে না? এবং গুনাহগারকে জাহান্নামের দরজা বন্ধের ব্যাপারে খোশখবর দেওয়া হবে না? আর গাফিলদেরকে কীভাবেই-বা সেই সময় সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হবে না, যখন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়? সেই

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৭১৪৮; নাসাঈ, ২১০৬।